বিবেকপ্রসঙ্গ

বিবেকানন্দ : একটি বিস্ময়

স্বামী চেতনানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বেলুড় মঠে আয়োজিত জনসভায় পূজনীয় স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ সভাপতির ভাষণ দেন। আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মহারাজের অনুমতিক্রমে তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাটি নিবোধত-র পাঠকদের জন্য অনুলিখিত হল।]

আমরা এখন সারা পৃথিবীতে স্বামীজীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজী সম্বন্ধে নানাবিধ কথা বলেছেন—তিনি সপ্তর্ষির ঋষি, নররূপী নারায়ণ, নিত্যসিদ্ধ, ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ ইত্যাদি। বড়ো উচ্চাঙ্গের কথা। স্বামী বিবেকানন্দের পরিপ্রেক্ষিত আমাদের জানা দরকার। তিনি ঠাকুরের কাছে আসার আগে ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন, কেন-না তিনি হিন্দুদের ছুঁৎমার্গ, জাতিভেদপ্রথা, পৌত্তলিকতা পছন্দ করতেন না, বাল্যবিবাহ দেখে মনে ব্যথা পেতেন। প্রথমত স্বামীজী সাকারবাদ বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল সগুণ নিরাকার ব্রহ্মে। ব্রাহ্মদের ও খ্রিস্টানদের ঈশ্বরের ধারণা ওইরকম। ঈশ্বরের কোনও রূপ নেই কিন্তু তিনি অশেষ কল্যাণগুণসম্পন্ন—সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, দয়াময়, সর্বশক্তিমান—এসব হল ঈশ্বরের ধারণা। স্বামীজী ওইভাবে ধ্যান করতেন। তাছাড়া তিনি গুরুবাদ, অবতারবাদ, অদ্বৈতবাদও বিশ্বাস করতেন না। এই বিবেকানন্দ কীভাবে পরিবর্তিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে, সেটা একটা দেখার বিষয়। প্রথমে সাকারবাদ। স্বামীজী নিবেদিতাকে পরে বলেছেন, ''আমি কালীকে ঘৃণা করতাম কিন্তু অবশেষে আমায় কালী মানতে হল। আর আজ আমি বিশ্বাস করি তিনি আমায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছেন।'' যেদিন স্বামীজী সাকার ঈশ্বর মা কালীকে মেনেছিলেন সেদিন ঠাকুরের কী আনন্দ! বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে বলছেন, ''ছেলেটা সারারাত মায়ের গান গেয়েছে—মা ত্বং হি তারা। এখন ঘুমুচ্ছে। আমার নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে না?'' ঠাকুরের এত আনন্দ এজন্য যে, এই মানুষটি পরে তাঁর ভাব বহন করবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সামগ্রিক—তাঁর মতে 'নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।'

দ্বিতীয়ত স্বামীজী গুরুবাদ পছন্দ করতেন না। সেই বিবেকানন্দ পরে স্তুতি করেছেন—অদ্বয়তত্ত্বসমাহিত-চিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্ ইত্যাদি। এই স্তব যখনই লিখছেন, তখনই ভক্তিযোগকে, গুরুকে, গুরুবাদকে মূল্য দিয়েছেন তিনি।

তৃতীয়ত স্বামীজী অবতারবাদ মানতেন না, তিনিই পরে লিখলেন—অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। অবতারবাদ সম্পর্কে তাঁর অনেকগুলি বক্তৃতা আছে। শুধু তাই নয়, ভক্তিযোগেও তিনি অবতার নিয়ে অনেক কথা বলেছেন।

আর অদ্বৈতবাদ? একবার তিনি ঠাকুরের কথা শুনে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ''ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম! তাই কখনও হয়?'' ঠাকুর যেই 'কী গো' বলে এসে স্বামীজীকে স্পর্শ করলেন, সেই এক

স্পর্শেই, বাড়ি গিয়ে স্বামীজী দেখছেন বাড়ি চৈতন্যময়, নিজের মা চৈতন্যময়, রাস্তায় যে-গাড়ি যাচ্ছে তাও চৈতন্যময়, হেদুয়ার রেলিংয়ে মাথা ঠুকছেন—তাও চৈতন্যময়। বিবেকানন্দ দেখলেন এই অদ্বৈতানুভূতি আমাদের ঋষিদের মাথার ভুল নয়! এ বাস্তবিক সত্য। লক্ষণীয়, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে তর্কও করেননি, জোরও করেননি। আবার কখনও বলেছেন, ''তুই আমাকে অষ্টাবক্র সংহিতাটা একটু পড়ে শোনা তো!'' স্বামীজী বলতেন, ''আমি এসব বিশ্বাস করি না।'' ''আরে তোর বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই, শুধু আমার জন্য একটু পড়।'' স্বামীজী পড়লেন। শেষে সেই অদ্বৈতবাদই স্বামীজী সারা পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

স্বামীজী ছিলেন সত্যবাদী এবং সত্যানুরাগী। মিথ্যার সঙ্গে কখনও আপস করতেন না। সেই বিবেকানন্দের আপেক্ষিক সত্যদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্যদৃষ্টির দ্বারা পরিবর্তিত হল—এটি সত্যই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। স্বামীজীর এই পরিবর্তন সম্পর্কে ক্রিস্টোফার ইশারউড মন্তব্য করেছেন : ''When a being like Vivekananda is converted, then the whole of the 19th century is altered.'' —স্বামীজীর মতো একজন যখন পরিবর্তিত হলেন, তখনই সমস্ত উনিশ শতকটি আমূল বদলে গেল।

শাস্ত্রে তিনরকম দৃষ্টি আমরা লক্ষ করি—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব। শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রমাণ অন্য শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা বাধিত হতে পারে, কিন্তু অনুভূতি কখনও বাধিত হয় না। অনুভূতিই আধ্যাত্মিকতার প্রাণ। ঠাকুরের কাছে এসে স্বামীজীর এই অনুভূতি হয়েছিল। স্বামীজী বলছেন, অন্যান্য অবতাররা ধর্ম প্রচার করেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে মানুষের মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন। একদিন একজন ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্ন করলেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভগবান ছিলেন তার প্রমাণ কী? তিনি কি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করতে পারতেন?'' মহারাজ বললেন, ''তা তো তিনি দিনরাতই করতেন। স্বামীজীকে স্পর্শ করলেন, জগৎ চলে গেল অর্থাৎ লয় পেয়ে গেল। আবার স্পর্শ করলেন, জগৎ আবার প্রত্যক্ষ হল।'' যাই হোক, স্বামীজী অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করলেন। তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ''আমি আমার গুরুর সঙ্গে ছয় বছর সংগ্রাম করেছি, তাই পথের প্রতিটি ইঞ্চি আমার জানা।''

স্বামীজী পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষার মূল নীতি কী? Do not accept anything without evidence.—আগে প্রমাণ করো; তাহলে বিশ্বাস করব। স্বামীজী ওইরকম মন নিয়ে ঠাকুরের কাছে এলেন এবং বিবেকানন্দে পরিবর্তিত হলেন। এটা বিশেষ করে ভাববার বিষয়। তারপর দেখি, বরানগর মঠে স্বামীজীরা নুনভাত খাচ্ছেন। গুরুভাইদের স্বামীজী বললেন—দেখবি আমাদের নাম ইতিহাসে উঠবে। এটা ছিল 'প্রফেটিক' সত্য। পরবর্তী কালে প্রকাশিত ড. ব্যারোজ-এর পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন্স-এর উপর দুই খণ্ড ও অন্যান্য প্রায় সব বইতে স্বামীজীর ছবি, বক্তৃতা ইত্যাদি আছে। দেখে বিস্মিত হতে হয়। আর ১৯৬৪-তে ইউনিভার্সিটি অব লস এঞ্জেলিসে স্বামীজীর ওপরে প্রথম পি এইচ ডি পেলেন কার্ল থমাস জ্যাকসন। আমরা দেখলাম স্বামীজী আমেরিকার ইতিহাসে, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের ইতিহাসেও ঢুকে পড়েছেন।

১৯৭৬-এ আমি যাই ওয়াশিংটন ডি সি-তে। সেখানে 'স্মিথসোনিয়ান' নামে একটা ইনস্টিটিউশন আছে সরকারের অধীনে। সেখানে আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হচ্ছিল। আমেরিকায় আসা ছাব্বিশ জন বিদেশির আমেরিকান আধ্যাত্মিকতা ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কে ছাব্বিশটি প্যাভিলিয়ন ছিল। তার মধ্যে স্বামীজীই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ধর্ম যুক্তিভিত্তিক বলে আজ পর্যন্ত প্রশংসিত ও স্বীকৃত। আজ দেশে দেশে দিকে দিকে বইতে দেখবেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। 'Traditional Values' বইটি খুলে দেখি তাতে একশো ছিয়াত্তর বার শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা উদ্ধৃত হয়েছে। আমেরিকায় যেসব সাধু কাজ করেন তাঁদের নাম তো খবরের কাগজে বেশি বেরোয় না, শান্ত শিশিরবিন্দুগুলি যেমন লোকচক্ষুর অগোচরে গাছপালা-ফুলফলকে পুষ্ট করে, আমাদের কাজ তেমনি। ভূতেশানন্দজী মহারাজকে আমি মজা করে বলেছিলাম—মহারাজ! ঠাকুর

আমাদের কাজ অনেকটা সীমিত করে দিয়ে গেছেন। কেন-না আমরা ঢং দেখাতে পারব না। এখানে ঢং নেই। আমরা নাচতে পারব না, হঠযোগ দেখাতে পারব না, মন্ত্র বিক্রি করতে পারব না। যাই হোক, সম্প্রতি আর একটি নতুন বই পড়েছি 'American Veda' নামে, তার একটি বড়ো পরিচ্ছেদ 'The Handsome Monk in the Ochre Robe'। আর একটি বই Eleanor Stark-এর 'Gift Unopened : A New American Revolution'। স্বামীজীর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ ফলেছে। ইতিহাসবিদ, ধর্মপ্রবক্তা—সকলেই তাঁকে আজ জানেন।

স্বামীজী পাঁচ বছর (প্রথমে সাড়ে তিন বছর ও পরে দেড় বছর) বিদেশে কাজ করলেন। কত সংগ্রাম করেছেন! বস্টনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, ঢিল পাথর ছুঁড়ছে ছেলেরা। কারণ তাঁর বিচিত্র পোশাক! দৌড়াতে দৌড়াতে গলিতে ঢুকে প্রাণ বাঁচালেন। শিকাগোর রাস্তায় একবার একজন তাঁকে কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। তিনি বললেন—What are you doing? তাঁর কথা শুনে সে বলল—ও আপনি ইংলিশ জানেন? কীভাবে তিনি অত্যাচারিত হয়েছিলেন! তারপর কত টাকা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছিল! লেকচার ব্যুরো বক্তৃতা সফরে তাঁকে ঠকিয়েছিল। একটি বক্তৃতায় সাতাশশো ডলারের পরিবর্তে একশো ডলার মাত্র পেয়েছিলেন। ১৮৯৪-এ ডেট্রয়েটে গেলেন। দেখলেন, খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মের নামে আমেরিকানদের যা খুশি বুঝিয়ে তাদের থেকে টাকা নিচ্ছে। স্বামীজী চিৎকার করে বললেন—Better be ready to live in rags with Christ on the street than to live in palaces without him.

মিশনারিরা রেগে গেল। ওদের আয় খুব কমে গেল। ফ্রান্সিস লেগেট মিশনারিদের প্রতি বছর দশ হাজার ডলার করে দিতেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার পর থেকে তিনি মিশনারিদের আর একটা পয়সাও দেননি। মিশনারিরা ক্ষেপে গিয়ে স্বামীজীর প্রাণনাশ করতে চাইল। তাঁর কফিতে বিষ মিশিয়ে দিল। কফিতে চুমুক দেওয়ার সময় ঠাকুর স্বামীজীর সামনে এসে বললেন—খাস না, ও বিষ।

সত্যি, স্বামীজী কীভাবে আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, কল্পনাই করা যায় না। কত ভুল ধারণা খ্রিস্টান মিশনারিরা ওদেশের মানুষের মাথায় ঢুকিয়েছিল। বলত, ভারতীয় মায়েরা ওদের শিশুদের, বিশেষত মেয়েদের কুমীরের মুখে ফেলে দেয়। শুনে স্বামীজী বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব মেয়ে শেষ হয়ে গেছে, ভারতে এখন নারীর অভাবে পুরুষদেরই সন্তানের জন্ম দিতে হচ্ছে। স্বামীজী খুব প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন।

৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৪। ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতায় স্বামীজী বলেন—বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের প্রতি, তেমনি আমারও পাশ্চাত্যের প্রতি

একটি বাণী আছে। কী সেই বাণী? বেদান্ত। স্বামীজীর বেদান্ত খুব সোজা, সহজ ও মর্মস্পর্শী। কারণটা জানেন? জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন যে উপনিষদের সারমর্ম তাতে আছে—ঈশা বাস্যমিদং সর্বং ইত্যাদি। আধুনিক, যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য ও বৈজ্ঞানিক ভাষায় স্বামীজী উপনিষদের নির্যাস টেনে এনে বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন।

আচার্য শংকরের বেদান্ত পড়তে গেলে পূর্বপক্ষকে জানতে হবে। শংকর সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন মত কীভাবে খণ্ডন করেছেন—সেসব জানতে হবে। তাই আমাদের একজন সাধু সিস্টার ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন, ''আমেরিকানরা কী করে বেদান্ত বুঝবেন?'' ক্রিস্টিন বললেন, ''তুমি কি জান আমাদের কে বেদান্ত শিখিয়েছেন? স্বামীজী। স্বামীজী আমাদের মনকে খুব উঁচুস্তরে তুলে দিতেন, যাতে আমরা তাঁর কথা বুঝতে পারি।'' এইরকম ছিলেন স্বামীজী। শিশু পর্যন্ত বুঝতে পারে স্বামীজীর বেদান্ত। তিনি শুধুমাত্র উপনিষদই শিক্ষা দিতেন।

প্যাসাডেনায় 'বৌদ্ধ ভারত' বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন—আমাদের দেশে ধর্মপ্রবক্তারা পূজিত হন, আমিও আমার দেশের মানুষের কাছে ঈশ্বরের মতো পূজিত হব। কী অভ্রান্ত সত্য! স্বামীজী ঠাট্টা করে অচলানন্দজীকে একদিন বলছেন—দেখ, আমি মরে গেলে যদি তুই আমার মুখের সামনে পিদ্দিম ঘোরাবি তো ভূত হয়ে তোর ঘাড় মটকে দেব। অর্থাৎ তাঁর ভাবটি গ্রহণ করাই আসল কথা, তাঁকে পূজা করা নয়।

রামকৃষ্ণ মিশন একশো কুড়ি বছর ধরে পাশ্চাত্যে কাজ করছে। সেখানে বেদান্ত কীভাবে প্রচারিত হয়? একটা ঘটনা বলি। সহাধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ যখন অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন, আমি তাঁকে প্রার্থনা করলাম দু সেট বাণী ও রচনা পাঠাতে। তিনিও দয়া করে পাঠিয়ে দিলেন। তা থেকে নতুন বই তৈরি করলাম—Vedanta : Voice of Freedom. বইটা খুব প্রশংসিত হল। জার্মান, স্প্যানিশ, ডাচ, ক্রোয়েশিয়ান, লিথুয়ানিয়ান, বাংলা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ হল। স্বামীজীর বাণী কীভাবে ছড়াচ্ছে আমরা এখানে বসে কিছুই বুঝতে পারছি না। যাঁরা বিদেশে আছেন—কিছু খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক নেতা, যোগী, গুরু, বাবা—অনেকে ঠাকুরের নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপদেশ লোকের কাছে বলে নাম করেন। ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী ওদেশে এভাবে ছড়াবেই। কেউ কিছু করতে পারবে না।

স্বামীজীর অনেক কিছুই আমরা হারিয়েছি। ৩০ জুলাই ১৮৯৩ তিনি শিকাগো পৌঁছলেন। তারপরে ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫ পর্যন্ত কোনও বক্তৃতা নথিভুক্তই হয়নি। খবরের কাগজের থেকে বা কোনও ভক্তের মাধ্যমে আমরা এসময়ের কথা জানতে পেরেছি। কিন্তু বক্তৃতা রেকর্ড হয়নি। আমেরিকার ভক্তরা দেখলেন তাঁর মূল্যবান কথাগুলি হারিয়ে যাবে। তাঁরা ডিসেম্বর ১৮৯৫-তে গুডউইনকে নিযুক্ত করলেন। স্বামীজী তখন অমানুষিক কাজ করছেন। ১৮৯৬-এর শেষে ভারতে আসার তোড়জোড় করছিলেন। একবছরের মধ্যে তিনি চারটে যোগ শেষ করলেন। বক্তৃতা ছাড়া সপ্তাহে চোদ্দোটি ক্লাস নিতেন। হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছেন—অন্য কোনও হিন্দু যদি এরকম কাজ করত, রক্তবমি করে মরে যেত।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজীর বাণী ও রচনাতে শ্রেষ্ঠ কী, যা আমাদের জন্য তিনি দিয়ে গেছেন? আমি উত্তর দিই—চারটি যোগ। কেন জানেন? চারটি যোগ পড়লে বুঝতে পারবেন প্রকৃত ধর্ম কী। পড়া থাকলে আপনাকে কেউ প্রতারণা করতে পারবে না। আমি বিস্ময়ে মূক হয়ে যাই যখন দেখি কীভাবে তিনি যোগগুলিকে তুলনাহীনভাবে সাজিয়েছেন। আমাদের ভাগ্য ভালো যে সেইসময় সেলফোন, ফ্যাক্স, ই-মেল বা মোবাইল ছিল না। তাই আমরা তাঁর সাতশো চুয়াত্তরটি চিঠি পেয়েছি। তাঁর পত্রাবলি সত্যিই মূল্যবান। তাতে আছে স্বামীজীর ভালোবাসা, তাঁর কার্যকলাপ, কেমন করে তিনি শিষ্য ও গুরুভাইদের প্রেরণা দিয়েছেন। অমূল্য সম্পদ স্বামীজী রেখে গেলেন তাঁর পত্রাবলির মধ্যে।

১৮৯৫-এ সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজী একটা বড়ো দ্বন্দ্বে পড়লেন—সঙ্ঘ গঠন করবেন কি না। সঙ্ঘ গঠন করলে আর একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে, আর তা না করলে কাজ সম্প্রসারিত হবে না। অবশেষে স্বামীজী

সঙ্ঘগঠন করলেন এবং তার সঙ্গে বেলুড় মঠের নিয়মাবলী প্রণয়ন করলেন, সঙ্ঘকে ঠাকুরের আদর্শ পথে চালিত করার জন্য। সঙ্ঘ তো one man show নয়! সঙ্ঘকে তিনি সংগঠিত করলেন বিভিন্ন নিয়ম-কানুন দিয়ে। পাশ্চাত্যে, বিশেষত ইওরোপে লোকেরা এখন organised religion-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। চার্চে এখন বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে—বাণিজ্যীকরণ, ক্ষমতাপ্রিয়তা, অপবিত্রতা, রাজনীতি ইত্যাদি। তাই মানুষ চার্চে কম যায়। আমেরিকার সংবিধানে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা আছে। যেকোনও মানুষ পৃথিবীর যেকোনও প্রান্ত থেকে এসে ইচ্ছামতো নিজের ধর্ম পালন করতে পারেন। কিন্তু আমেরিকায় ধর্ম মুক্ত নয়। কেন জানেন? Doctrine, dogma and creed ধর্মকে বেঁধে রেখেছে। তবে তাঁদের সমাজ মুক্ত। ভারতে আবার ঠিক বিপরীত—সমাজ সেখানে জাতিভেদে বদ্ধ কিন্তু ধর্ম মুক্ত। তাই ধর্মের উন্নতি ঘটেছে। স্বামীজী বলতেন—ভালোবাসা ও স্বাধীনতাই উন্নতির প্রধান দুটি শর্ত। এটা খুবই সত্য। স্বামীজী সবসময় মানুষ-গড়া ধর্মের কথা বলতেন—''যত দিন যাচ্ছে, ততই আমি বুঝতে পারছি যে পুরুষকারের ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। এটাই আমার নতুন বাণী।'' লন্ডনের পিকাডিলি ক্লাবে স্বামীজী বলছেন, ''আমি এই শরীরটাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু কাজ থেকে বিশ্রাম নেব না। যতদিন না মানুষ সেই চরম একত্বে উপনীত হয়, ততদিন সর্বত্র আমি মানুষের মনে প্রেরণা জোগাতে থাকব।'' যত দিন যাবে, আমরা ততই বুঝতে পারব স্বামীজী আমাদের জন্য কী করে গিয়েছেন।

স্বামীজী আমেরিকায় কীভাবে শিক্ষা দিতেন সে-প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত দেব। একটি ছোটো ছেলে ছিল, নাম তার র‍্যালফ, মিসেস ওয়াইকফের ছেলে। স্বামীজী তাকে বললেন, ''ভগবান আমাদের কত নিকটে, তবু আমরা তাঁকে দেখতে পাই না।''

''কেন স্বামীজী?''

''তোমার চোখ কি তুমি দেখতে পাও?''

''না স্বামীজী।''

''অথচ তোমার চোখ দিয়ে তো তুমি সব দেখছ।''

''হ্যাঁ স্বামীজী। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ালে তো আমি আমার চোখ দেখতে পাই।''

''তেমনি তোমার মন যখন শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে, তখন তুমি তাতে ভগবানের প্রতিবিম্ব দর্শন করবে।''

স্বামীজী শাস্ত্র আওড়ালেন না, শুধু কমন সেন্স দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

স্বামীজী যাঁদের স্পর্শ করেছেন তাঁদের জীবন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে! দেখে সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার কথা। মিসেস ফ্রান্সেস লেগেট যেমন। তাঁর যখন চার বছর বয়স, স্বামীজী তখন তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। ১৯৭৭-এ যখন তিনি মারা গেলেন তখন ওঁর ছেলে ফ্রাঙ্ক মার্জেসনকে চিঠি দিলাম : দেখুন আপনাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। স্বামীজী স্বরূপানন্দজীকে বলেছিলেন—দেখ স্বরূপ, আমি যার মাথায় একবার হাত দিয়েছি তার ইহকাল পরকালের আর চিন্তা করতে হবে না। তা আপনার মায়ের মাথায় হাত দিয়ে স্বামীজী আশীর্বাদ করেছেন। আপনি কিছু ভাববেন না।

তিনি আমার ওই চিঠি তাঁর বোনকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। বোনের স্বামী হলেন রানি এলিজাবেথের প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁর বোন আমাকে লিখলেন : আপনি বেদান্তের যে-বইটি (Meditation and Its Methods : According to Swami Vivekananda) আমার মাকে দিয়েছিলেন, হাসপাতালে আমার মা যখন মারা যান, তখন সেই বইটি ওঁর বালিশের নিচে ছিল। ১৮৯৬-এ তাঁর জন্ম, দেখুন শেষ পর্যন্ত স্বামীজীকে কেমন ধরে রেখেছেন!

আমি যখন হলিউডে ছিলাম, তখন মিসেস ওয়াইকফের গল্প শুনতাম। তিনি দীর্ঘসময় বসে ধ্যান করতেন। তারপর মাথাটা মেঝেতে রেখে অনেকক্ষণ থাকতেন। একদিন প্রভবানন্দ মহারাজ বললেন, ''তুমি এতক্ষণ মাথাটা মেঝেতে রাখো কেন?''

''আমি তো জ্যোতি না দেখলে মাথা তুলতে পারি না! এরা সব ভাগ্যবান, এরা প্রণাম করা মাত্র জ্যোতি দেখতে পায়!''

ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন, ''তুই কি ঘুমাবার আগে একটা জ্যোতি দর্শন করিস?''

''হ্যাঁ, সকলেই কি তা দেখে না?'' দেখুন! স্বামীজীর প্রভাব ওঁদের জীবনে কীভাবে পড়েছে!

ডরোথি, মিড সিস্টার্সদের মধ্যে হেলেনের মেয়ে, একদিন খুব লাফালাফি করছে। একজন বলছেন, ''একটু চুপ কর, এখন ধ্যানের সময়।'' সে বলছে, ''আমার ধ্যান করতে হবে না, আমি স্বামীজীর কোলে বসেছি। আমার আবার ধ্যান কীসের?'' তাঁরা স্বামীজীকে ভগবানের মতো মনে করতেন। আমি এঁদের কাহিনি শুনতাম—স্মৃতিকথা জোগাড় করতাম তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা এঁদের সঙ্গ করেছেন। আমার অবশ্য এঁদের সবার সঙ্গ করার সুযোগ হয়নি।

স্বামী নিখিলানন্দজী একটি ঘটনা বলেছিলেন। স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে চলে আসছেন, শিকাগোতে নেমেছেন। হেলদের অতিথি। রাতে মেরি হেল বিছানা করে চলে গেছেন। সকালে দেখছেন যে স্বামীজী জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মেরি উদ্বিগ্ন হলেন—''স্বামীজী আপনি কি রাতে ঘুমোননি?''

স্বামীজী বললেন—''How difficult it is to break the human bond''—''মানুষের প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করা কী কঠিন সেটাই আমি ভাবছিলাম!''

স্বামীজী জানতেন—এরা আর আমাকে কোনওদিন দেখতে পাবে না। আমি এই জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিচ্ছি।

স্বামীজী পাশ্চাত্যকে জয় করেছিলেন মস্তিষ্কের দ্বারা নয়, হৃদয়ের দ্বারা। তিনি বলতেন—আমি ইয়াঙ্কিদের ভালোবাসি। তিনি সত্যিই মানুষকে ভালোবাসতেন। সানফ্রান্সিসকোতে স্বামীজী ১৯০০ সালে বললেন—''আমাকে আবার জন্মাতে হবে।''

''কেন স্বামীজী?''

''I fell in love with human being''—''আমি মানুষের প্রেমে পড়েছি।''

স্বামীজীর যেদিন শরীর যায় সেদিন বেলুড় বাজার অবধি বেড়াতে গেলেন। ফিরে আমতলার নিচে বেঞ্চে বসলেন। সবাই চা খাচ্ছিল। বললেন—ওরে এক কাপ চা দে তো রে। চা খেয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বোধানন্দজীকে বললেন, ''আমার মানিব্যাগে কত টাকা আছে রে?''

''এই চার-পাঁচ টাকা হবে।''

''আমি অমুকদিন অমুক সাধুর ঘরে গিয়েছিলাম। তার মশারিটা ছেঁড়া। ওকে একটা নতুন মশারি কিনে দিস। না হলে ওকে মশা কামড়াবে, ম্যালেরিয়া হবে।''

এই মানুষটি আর দুঘণ্টা পরেই শরীর ছেড়ে দেবেন! তিনি একজন সাধুর মশারির চিন্তা করছেন! তারপর তিনি ঘরে গেলেন ও ধ্যান করলেন। বোধানন্দজী ১৯৩২-এ এই ঘটনাটি লিখেছেন।

আমরা তো স্বামীজীর কত মেসেজ দেখি! তাঁর শেষ মেসেজ কী জানেন?—Wait and meditate till I call you—যতক্ষণ না তোমায় ডাকি, অপেক্ষা করো, ধ্যান করো।

স্বামীজী বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের মতো এক মহা আশ্চর্য পুরুষ। যেমন ভারতের তাজমহল, মিশরের পিরামিড, চীনের প্রাচীর, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইট হাউস, রোমের কলোসিয়াম ইত্যাদি, তেমনি স্বামীজীও একটি বিস্ময়। স্বামীজীর বাণী ও রচনা, স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শিষ্যদের দ্বারা লিখিত তাঁর জীবনী, সিস্টার নিবেদিতার 'The Master as I Saw Him' এবং 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda,' রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দ জীবনী, শংকরীপ্রসাদ বসুর সাত খণ্ডের সমকালীন ভারতবর্ষ, মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা, মেরি লুইস বার্কের স্বামী বিবেকানন্দ : নতুন তথ্যাবলী ছয় খণ্ড এবং শতাধিক বই পড়ে স্বামীজীর অবদান ও মহিমা দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে পড়েছি। স্বামীজী এ-জগতে ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন ছিলেন। যখন তিনি কাজ শুরু করেছিলেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ। তারপর তিনি মাত্র ন-বছর বেঁচেছিলেন (তার মধ্যে প্রায় দুবছর ছিলেন অসুস্থ)। তিনি বলেছেন—আগামী দেড় হাজার বছর জগতের যা দরকার তা দিয়ে দিয়েছি। এ কি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়? আজ আমরা তাঁর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালন করছি। আগামী বহু প্রজন্ম আসবে যারা বিস্মিত হয়ে তাঁর জীবনের গভীরতা ও ব্যাপকতা দেখতে থাকবে।